লাভজনকভাবে

ক্ষুদ্র খামারে

গাভী লালন-পালন

প্রকাশকাল ঃ জুন ২০২২

প্রকাশনায়

উত্তরাঞ্চলের সুবিধা বঞ্চিত ৮৬ টি এলাকা ও নদী বিধৌত চরাঞ্চলে
সমন্বিত প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়।

খামারে গাভী পালনের উদ্দেশ্য

- লাভজনক আত্মকর্মসংস্থানের উৎস সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন।
- আয় বৃদ্বির মাধ্যমে জীবন যাত্রার মান বৃদ্ধি।
- গাভীর দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধি করা।
- আমিষের চাহিদা পুরন।

গরুর জাত পরিচিতি

দেশী গরু (Local variety)

- দেশী জাতের গরু মূলত পরিশ্রমী জাত। বলদ কৃষি কাজ ও ভারবহনের কাজে বেশ উপযোগী।
- বাংলাদেশের অধিকাংশ গরুই দেশী জাতের। এরা আকারে ছোট, একটি পূর্ণ বয়স্ক দেশী গরুর ওজন গড়ে ১৫০ কেজি হয়।
- দেশী জাতের গাভী গড়ে ১-৩ লিটার দুধ দেয় কিন্তু দেশী জাতের ষাঁড় গরুর মাংস বেশ সুস্বাদু।

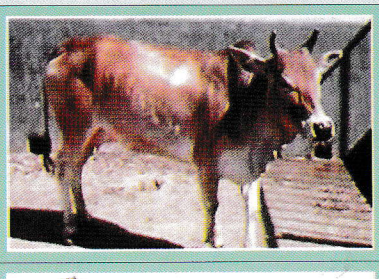

পাবনা জেলার গরু (Pabna variety)

- দ্বৈত উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত জাত। গাভী ও বলদ উভয়েই আকারে বেশ উঁচু ও লম্বা হয়।
- দেহের রং গাঢ় ধুসর হতে সাদা ছাপযুক্ত হয়ে থাকে।
- একটি গাভী প্রতিদিন ৩-৪ কেজি দুধ দেয়।
- এ জাতের বলদ দেশীয় সাধারণ জাত হতে অনেক বেশী পরিশ্রমী এবং কৃষি কাজে বেশ উপযুক্ত।

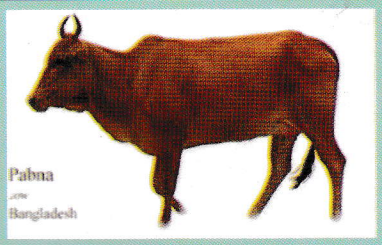

চট্টগ্রামের লাল গরু (Chittagong red variety)

- মূলত দ্বৈত উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত জাত। হালকা লাল বর্ণের এ জাতের গরু দেখতে ছোট খাটো পিছনের দিক বেশ ভারী, চামড়া পাতলা, শিং ছোট ও চ্যাপ্টা।
- মুখ খাটো ও চওড়া, লেজ যথেষ্ট লম্বা এবং শেষ প্রান্তে চুলের গুচ্ছ লাল বর্ণের।
- ওলান বেশ বর্ধিত, বাঁট সুডৌল, মিল্ক ভেইন স্পষ্ট, দৈনিক ৩.৫-৪.৫ লিটার দুধ দেয়।
- ষাঁড় ও বলদ বলিষ্ট ও শক্তিশালী। কৃষি ও ভার বহনের কাজে উপযোগী।

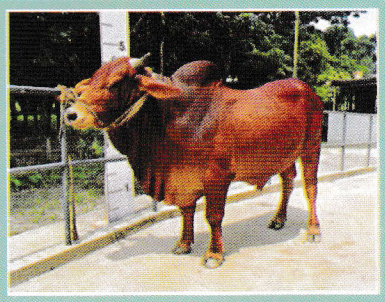

শাহিওয়াল গরু (Shahiwal variety)

- এ জাতের গরু ধীর ও শান্ত প্রকৃতির, মোটাসোটা ভারী দেহ, ত্বক পাতলা ও শিথিল। গাভীর শিং ছোট, মাথা চওড়া। ষাঁড়ের চূড়া অত্যধিক বড়।
- গলকম্বল বৃহদাকার, লেজ বেশ লম্বা, লেজের আগায় দর্শনীয় একগোছা কালো লোম থাকে। গাভীর ওলান বড়, চওড়া, নরম ও মেদহীন, বাটগুলো লম্বা, মোটা ও সমান আকৃতি বিশিষ্ট।
- ষাঁড়ের দৈহিক ওজন ৫০০ - ৫২০ কেজি এবং গাভীর ২৫০ - ৪০০ কেজি পর্যন্ত হয়।
- এ জাতের একটি গাভী গ্রামীন অবস্থায় পালনে ৩০০ দিন দুগ্ধ দানকালে প্রায় ২১৫০ লিটার।

সিন্ধি গরু (Sindhi variety)

- পাকিস্তানের সিন্ধু এলাকায় এ জাতের গরুর আদি বাসস্থান। সাধারণত গাঢ় লাল ও চকলেট বর্ণের হয়ে থাকে। গাভী অপেক্ষা ষাঁড়ের রং বেশী গাঢ় হয়।
- আকৃতি মাঝারি, সুডৌল, বলিষ্ট ও দেহ আটসাঁট। ভোঁতা শিং যা পাশে ও পিছনে বাঁকানো থাকে। মাথা ও মুখ মন্ডল ছোট। ষাঁড়ের চূড়া বেশ উঁচু, গলকম্বল বৃহদাকার ও ভাঁজযুক্ত। নাভি চর্ম বড় ও ঝুলন্ত। ষাঁড়ের ওজন প্রায় ৪৫০ কেজি।
- প্রতি বিয়ানে সর্বোচ্চ ৫,৪৪৩ লিটার পর্যন্ত দুধ দেয়। এজাতের বলদ দিয়ে কৃষি কাজ করা যায়।

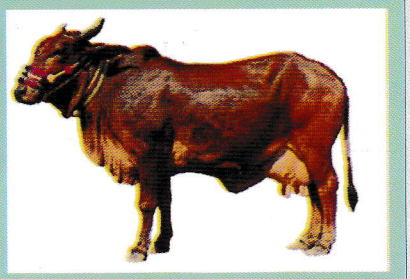

হলস্টিন (Halstein)

- হলস্টিন গরুর উৎপত্তি হল্যান্ড বা নেদারল্যান্ড। এ জাতের গরুকে পূর্বে হলস্টিন-ফ্রিজিয়ান বলা হত। বর্তমানে বাংলাদেশসহ বিশ্বেও অন্যান্য দেশে এজাতের গরু দুধাল জাত হিসেবে পালন করা হয়।
- হলস্টিন গরুর বর্ণ ছোট বড় কালো সাদা ছাপযুক্ত। তবে পায়ের নিম্নাংশ (হাঁটুর নিচে) সাধারণত সাদা হয়।
- এ জাতের গরুর মাথা লম্বাটে ও সোজা হয়। চওড়া মাজেল ও খোলা নস্ট্রিল থাকে।
- এ জাতের গাভীর ওজন প্রায় ৭৫০ কেজি এবং ষাঁড়ের ওজন প্রায় ১০০০ কেজি হয়ে থাকে।
- হলিস্টিন জাতের গাভীর দুধ দিনে তিন বার দোহন করে, এক বিয়ানে প্রায় ১৯,৯৯৫ লিটার দুধ পাওয়া যায়।

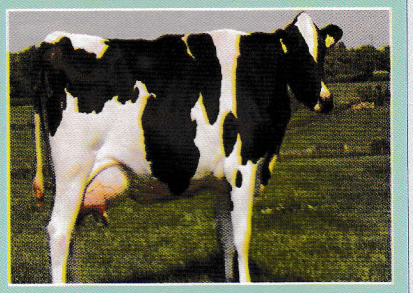

জার্সি (Jersey)

- লম্বা দেহ, খাটো পা এবং চূড়া হতে কোমর পর্যন্ত পিঠ একদম সোজা থাকে। বিভিন্ন রংয়ের হয়, তবে প্রধানত হালকা লালচে বাদামী রং বৈশিষ্ট্যপূর্ণ।
- চওড়া জোড়া কপাল। শিং পাতলা ও সামনের দিকে কিছুটা বাঁকানো মুখবন্ধনী বা মাজেল কালো ও চকচকে হয়।
- জার্সি জাতের গাভী বাংলাদেশের আবহাওয়ায় পালনের উপযোগী।
- গাভীর ওলান চমৎকার। ইংল্যান্ডের একটি জার্সি এক বিয়ানে ২৫০০-৫০০০ লিটার দুধ দেয়।

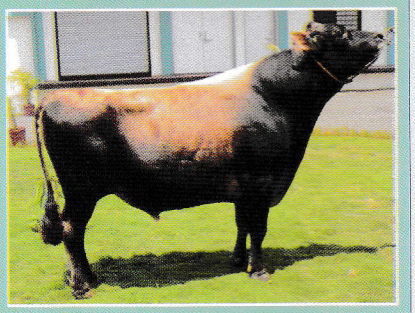

সংকর জাত (Cross bred)

- দেশী জাতের গাভীর সাথে বিদেশী জাতের ষাঁড়ের সিমেন দিয়ে কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে সংকর জাতের গরু উৎপাদন করা হয়। আমাদের দেশে প্রধানত হলস্টিন, জার্সি, শাহিওয়াল, সিন্ধি জাতের ষাঁড়ের সিমেন কৃত্রিম প্রজননে প্রয়োগ করে সংকর জাতের গরু উৎপাদন করা হয়।
- সংকর জাতের গরু দেশী অপেক্ষা আকারে বড় হয় এবং বেশী দুধ দেয়।
- পূর্ণ বয়স্ক গাভীর ওজন ২০০-৩০০ কেজি হয়ে থাকে এবং ষাঁড়ের ওজন ৫০০-৭০০ কেজি হয়ে থাকে।
- সংকর জাতের গরু পালন আমাদের দেশের জন্য বেশী উপযোগী।

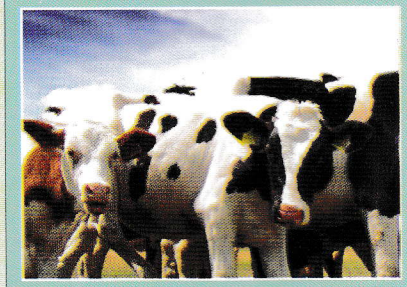

গবাদি প্রাণির বাসস্থান নির্বাচন

গবাদি প্রাণির বাসস্থান নির্ভর করে আপনি খামারে কতটি গরু এবং কি উদ্দেশ্যে পালন করবেন। সাধারণত আমরা গোয়ালঘরে যেভাবে গরু পালন করি সেই রকম একটা গোয়ালঘরের মতো ঘর বানাতে পারলেই খামার শুরু করা যায়। প্রতিটি গরুর জন্য ৩ ফিট প্রস্থ এবং ৭ ফিট দৈর্ঘ্যরে জায়গা দরকার হয়। প্রতিটি গরুর জন্য একটি চারি গোয়ালঘরে রাখতে হবে। খর, টিন, ছন অথবা হোগলাপাতা দিয়ে তৈরি করা যায়। গোয়ালঘর খোলামেলা হওয়া ভালো। এতে গবাদিপ্রাণির স্বাস্থ্য ভালো থাকে। বাসস্থানে গোবর এবং মূত্র নিষ্কাশিত হওয়ার ব্যবস্থা থাকতে হবে।

গোয়াল ঘর নির্মাণ ও গরু প্রতি জায়গার পরিমান

- গবাদিপ্রাণির জন্য দুই ধরনের ঘর নির্মাণ করা যায়। যথা উন্মুক্ত ঘর/প্রচলিত ঘর।
- ষ্টেনীর ভিতরে গরু ছাড়া অবস্থায় থাকে এবং স্বাধীনভাবে চলাফেলা করতে পারে, এক্ষেত্রে গরুর প্রতি গড়ে ৮০-১০০ বর্গফুট জাযগার প্রয়োজন পড়ে।
- আবদ্ধ ঘরে গরুকে বেঁধে রেখে পালন করা হয়। অল্প সংখ্যক গরুর ১সারি ঘরের জন্য ১৪-১৫ ফুট চওড়া এবং বেশী সংখ্যক গরুর ২সারি ঘরের জন্য ২৪-২৫ ফুট চওড়া জায়গা প্রয়োজন।
- দোচালা ঘরের চালের শীর্ষ পর্যন্ত উচ্চতা ১৪-১৫ ফুট এবং ঢালু অংশের উচ্চতা হবে ৮ ফুট।
- ঘরে পর্যাপ্ত আলো-বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা থাকতে হবে।

চিত্রঃ উন্মুক্ত গোয়াল ঘর

বাসস্থানের স্বাস্থ্য সম্মত দৈনন্দিন পরিচর্যা ও ব্যবস্থাপনা

- গরু ঘর থেকে বের করে নিয়ে এক বা একাধিকবার গোবর, চনা, খাদ্যের বর্জিতাংশ পরিষ্কার করতে হবে।
- ঘরে ছাই মিশ্রিত বালু ছিটিয়ে দিতে হবে ফলে মাছির উপদ্রব কমে যাবে বা থাকবে না।
- বিশেষ করে বর্ষাকালে গোয়াল ঘরের চারপাশে ও নালা বা ড্রেনে ব্লিচিং পাউডার ছিটিয়ে দিতে হবে যাতে জীবাণু মুক্ত থাকে।
- মশা, মাছি বা মাকড়সা যেন বাসা বাধতে না পারে এজন্য ঘরের বেড়া ও চাল প্রায়শই ঝাড়ু দিতে হবে।

- মশা, মাছির উপদ্রপ থেকে রক্ষা করতে গোয়াল ঘরের চারপাশ দিয়ে নেট বা মশারি টানিয়ে দেয়া যেতে পারে।

গর্ভবর্তী অবস্থায় গাভীর যত্ন

গাভী বা বকনার গর্ভধারণ কাল ২৭০-২৮০ দিন। প্রজননের ৮০-৯০ দিন পর পশু চিকিৎসক দিয়ে গর্ভধারণ নিশ্চিত করতে হবে। বাচ্চা প্রসবের সম্ভাব্য দিন নির্ণয় করতে হবে। ৫-৬ মাস গর্ভধারণ কালে খাদ্য ব্যবস্থাপনা উন্নততর করতে হবে এবং দৌড় ঝাপ যেন না করে সে দিকে খেয়াল রাখতে হবে। গর্ভাবস্থার শেষ তিন মাস বাছুর এবং মায়ের দিকে বেশি নজর দিতে হবে এবং শেষ মাসে গাভীকে সম্পূর্ণ বিশ্রামে নিয়ে সুষম খাবার প্রদান করতে হবে। এ সময়ে দৈনিক ২-৩ কেজি সুষম খাদ্যের পাশাপাশি সবুজ ঘাস দিতে হবে। গাভীর জন্য প্রতিদিন ১৪-১৫ কেজি সবুজ ঘাস, ৩-৪ কেজি খড়, ২-৩ কেজি দানাদার ও পর্যাপ্ত পানি সরবরাহ করতে হবে। গরম কালে দৈনিক একবার ও শীতকালে সপ্তাহে দুইবার গোসল করাতে হবে। গর্ভবতী অবস্থায় গাভীকে পালের অন্যান্য গরু থেকে আলাদা করতে হবে, অন্তত এক মাস আগে অবশ্যই তা করতে হবে। প্রসবের তিন সপ্তাহ পূর্বে হতে সহজ পাচ্য খাবার দিতে হবে এবং কয়েকদিনের জন্য দানাদার খাদ্য প্রদান কমিয়ে দিতে হবে।

বাচ্চা প্রসবের পূর্বাভাস ও ব্যবস্থাপনা

বাচ্চা প্রসবের পূর্বে গাভীর অঙ্গ-প্রতঙ্গে কিছু বাহ্যিক লক্ষণ ফুটে উঠে। যেমন

- গাভীর ওলান ফুলে উঠে, বাট দিয়ে ঘন দুধের মত তরল নিঃসৃত হয়।
- যোনি মুখ বড় ও ঝুলে যাবে এবং নরম ও ফোলা ফোলা হয়ে উঠবে।যোনিমুখ দিয়ে আঠালো তরল বের হবে।
- লেজের গোড়ার দুই পাশে গর্তের মত আকার স্পষ্ট হয়ে ওঠে।
- যোনির থলি বের হবে এবং সবশেষে প্রসবের সময় বাছুরের সামনের দুই পা ও নাক দেখা যাবে।

বাচ্চা প্রসবের সময় ব্যবস্থাপনা

- স্বাভাবিক প্রসব হলে বাছুরকে সাথে সাথে গাভীর কাছে রাখতে হবে।
- গাভীর পেছনের অংশ ও প্রসবের রাস্তার বাইরের অংশ জীবানুনাশক ঔষধ মিশ্রিত পানি দিয়ে ভালভাবে পরিস্কার করতে হবে।
- স্বাভাবিক প্রসব হলে ৩-৪ ঘন্টার মধ্যে গর্ভফুল মাটিতে পড়ে যাবে এবং তা সাথে সাথে মাটিতে পুতে ফেলতে হবে। কোন ক্রমেই এটি গাভীকে খেতে দেয়া যাবেনা।
- প্রসবের পর মায়ের প্রথম শাল দুধ বাচ্চাকে খাওয়াতে হবে এবং বাট চুষতে দিতে হবে।
- দুধ দোহানের আগে উলান, তলপেট ভালভাবে পরিস্কার করে নিতে হবে। সাথে গাভীকে সবসময় পরিস্কার রাখতে হবে।

বাছুরের যত্ন ও পরিচর্যা

- আশানুরুপ উৎপাদন পেতে হলে জন্মের পর হতেই একটি বাছুরের যত্ন, পরিচর্যা, খাদ্য ও প্রতিপালন ব্যবস্থা উন্নত হওয়া প্রয়োজন।
- জন্মের পর প্রথমেই গাভীর বাসস্থানের পাশেই শুকনা জায়গায় বাঁশ দিয়ে ঘেরাও করে পুরনো খড় ফেলে দিয়ে অথবা রোদে শুকিয়ে নতুন করে দিতে হবে।
- সাধারনত একটি বাছুরকে তার শরীরের ওজনের ১০% দুধ খাওয়াতে হয়। বাছুরকে জন্মের পর ৫-৭ দিন পর্যন্ত অবশ্যই শাল দুধ খাওয়াতে হবে। ৬-৮ সপ্তাহ পর্যন্ত দৈনিক নির্দিষ্ট সময়ে ৩-৪ বার দুধ খাওয়াতে হবে। পরতর্তীতে দৈনিক ২ বেলা দুধ খাওয়াতে হবে।
- বাছুরকে জন্মের ১ মাস পরেই কিছু কিছু কাচাঘাস ও দানাদার খাদ্যে অভ্যস্ত করে তুলতে হয়। ২ মাস বয়স হতে পরিমিত সহজ পাচ্য আঁশ জাতীয় খাদ্য এবং দৈনিক ২৫০-৫০০ গ্রাম দানাদার খাদ্য দিতে হবে। বয়স অনুসারে ক্রমান্বয়ে দানাদার খাদ্যে পরিমান বাড়িয়ে ৪ মাস বয়সে দৈনিক প্রায় ৭৫০ গ্রাম, ৬-৯ মাস

বয়স পর্যন্ত ১ কেজি এবং ১ বৎসর বয়সে দৈনিক প্রায় ১.৫ কেজি দানাদার খাদ্য দিতে হবে। অনুরূপ কাঁচা ঘাসের পরিমান বাড়িয়ে ৬-৮ কেজি পর্যন্ত দিতে হবে।

গরুর রোগ প্রতিরোধ বা ভেক্সিনেশন সিডিউল

রোগ প্রতিরোধ

- প্রতিদিন নিয়মিতভাবে পশুর গা ধোয়াতে হবে;
- গো-শালা ও পার্শ্ববর্তী স্থান সর্বদা পরিস্কার রাখতে হবে:
- নিয়মিতভাবে গরুকে কৃমিনাশক ট্যাবলেট খাওয়াতে হবে;
- বাসস্থান সর্বদা পরিস্কার রাখতে হবে।
- স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে পরিমিত পরিমাণে পানি ও সুষম খাদ্য প্রদান করতে হবে।
- রোগাক্রান্ত পশুকে অবশ্যই পৃথক করে রাখতে হবে।
- খাবার পাত্র পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে।
- খামারের সার্বিক জৈব নিরাপত্তা রক্ষা করতে হবে।
- পশু জটিল রোগে আক্রান্ত হলে উপজেলা প্রাণি হাসপাতালের ভেটেরিনারি চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে।

গরুর ভ্যাকসিন বা টিকা (Vaccines)

অধিকাংশ গরু ছোঁয়াচে রোগ দ্বারা আক্রান্ত হয়। এই রোগসমুহ প্রতিরোধ করার জন্য টিকা প্রয়োগ করতে হয়। আক্রান্ত গরুকে টিকা প্রদান করে কোন সুফল পাওয়া যায় না। সুতরাং গরুকে ছোঁয়াচে রোগমুক্ত রাখার জন্য আক্রান্ত হবার আগেই নিয়মত টিকা প্রয়োগ করতে হয়। গরুর রোগ প্রতিরোধের জন্য নানা প্রকার টিকা আছে। এগুলোর মধ্যে প্রধান হল-

টিকা বীজ	প্রথম টিকা প্রয়োগের বয়স	প্রয়োগ স্থান	রোগ প্রতিরোধ মেয়াদ	মন্তব্য
তড়কা	৪ মাস	চামড়ার নীচে	১ বৎসর	১ বৎসর পর পর প্রয়োগ করতে হবে।
গলাফুলা	৪ মাস	ঐ	১ বৎসর	১ বৎসর পর পর প্রয়োগ করতে হবে।
বাদলা	৩ মাস	ঐ	৬ মাস	প্রথম টিকার ৪ সপ্তাহ পর পুনঃ প্রয়োগ করতে হয়। পরে ৬ মাস পর পর প্রয়োগ করতে হবে।
ক্ষুরা রোগ	২ মাস	গলার দু পাশে চামড়ার নীচে মাংসপেশিতে।	৪/৬ মাস	প্রথম টিকার ৪ সপ্তাহ পর পুনঃ প্রয়োগ করতে হয়। পরে ৬ মাস অন্তর টিকা প্রয়োগ করতে হয়।
গো-বসন্ত	৪ মাস	ঐ	১ বৎসর	প্রথম টিকা দানের ১ বৎসর পর পুনঃ টিকা প্রয়োগ প্রয়োজন।
জলাতংক (কামড়ানোর পূর্বে)	২ মাস	প্রস্তুতকারকের নির্দেশনা মোতাবেক	১ বৎসর	প্রথম টিকার ৪ সপ্তাহ পর পুনঃ প্রয়োগ করতে হয়। পরে ১ বৎসর পর পর প্রয়োগ করতে হবে।

প্রকাশনায়

উত্তরাঞ্চলের সুবিধা বঞ্চিত ৮৬ টি এলাকা ও নদী বিধৌত চরাঞ্চলে
সমন্বিত প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়।